

আলো হাতে চলিয়াছি আধারের যাত্রী : পাথরকঠিন বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত স্ফটিক- স্বচ্ছ জলধারা!

বিষয়বস্তুকে কতো গভীরভাবে আত্মস্থ করলে পাথর-কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে ভেংগে উপলব্ধির সুধা মিশিয়ে মিশিয়ে এর ভেতর থেকে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জলের ফুরফুরে ঝরনাধারা বইয়ে দেয়া যায়; এবং পদার্থের মতো নিরস ভাবের শরীরে রসবাহী শব্দের সরল পোশাক পড়িয়ে পুরো বক্তব্যটিকে এমন হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করাও যে সম্ভব তা অভির [আলো হাতে চলিয়াছি আধারের যাত্রী](#) পড়লেই বুঝা যায়।

উপলব্ধির তীব্রদহনে পদার্থিক কাঠিন্যকে গলিয়ে সুষ্ঠুও সাবলীল বক্তব্যের ঝরনাধারা এমন বিস্ময়কর ভাবে প্রবাহিত করতে পারা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। তার এ- রচনা আঁধারের পথ পরিক্রমায় আমাদের হাতে লঠনের কাজ দেবে। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের ঘটিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা বেশ স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা পাই তার এ লেখা পাঠে। তাঁর এ-রচনা সভ্যতা নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। অভিকে ধন্যবাদ।

[শাহাদাত হোসেন।](#)

৭/১৫/২০০৪